২৬৬

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ··· MAY 23 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ছাত্রদলের ১২ দফা বিক্ষোভ মিছিল প্রসঙ্গে কিছু কথা

মনোয়ার হোসেন রানা

গত ১৭ই মে ইত্তেফাকের মতামতের পাতায় "ছাত্রদলের ১২ দফার বিক্ষোভ মিছিল-আসল লক্ষ্য কি ছিল?"- শিরোনামে মোঃ আব্দুল আওয়াল মিএর একটি আর্টিকেল ছাপা হয়েছে। আমি লেখক, আলোচক, সমালোচক- কোনটাই নই। কাজেই বিজ্ঞজনের পান্ডিত্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করার ধৃষ্টতা আমার নেই। মিএর সাহেবকে আমি চিনিনে এবং জানিনে। তাই ওনার বিজ্ঞতার অতলান্তিক গভীরতা আন্দাজ করার সুযোগও আমার নেই। তবে এটুকু জানি, রাজনৈতিক মতামত ও ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতা সবার রয়েছে। কিন্তু আমি যে কথাটি বলতে চাইছি, এই বাকস্বাধীনতার সুযোগে মতামত ও ভিন্নমতের আড়ালে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের চরিত্র হননের প্রচেষ্টা কোনমতেই সঙ্গত নয়। ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিলের আসল লক্ষ্য কি ছিল-সে কথায় পরে আসি। কিন্তু লেখক তার এই সুদীর্ঘ লেখাটিতে ছাত্রদলের মুন্ডুপাত করাকে কেন আসল লক্ষ্য করে নিলেন তা আমার বোধগম্য হলো না।

আমি রাজনৈতিক বিশ্লেষক নই, রাজনৈতিক কর্মী। কাজেই মিএর সাহেবের মতামতের সাথে একমত কিংবা ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ আমার নেই। কারণ, আমিও যে ঐ মিছিলের প্রথম সারির একজন ছিলাম। অতএব, আমি যা বলব-তার সবই ঘটনা, রটনা নয়। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভার পাঠকজনের, সত্যাসত্যি যাচাইয়ের ভার প্রত্যক্ষদর্শীর। যাযাবর বলেছেন, "আমি গল্প বানাতে পারিনে, শুনাতে পারি"। আওয়াল সাহেব, আপনি গল্প বানিয়েছেন এমন কথা বলতে চাইনে। কিন্তু যে গল্প আপনি লিখেছেন তা হয়তো শুনতে ভুল করেছিলেন। অপরাধ নিবেন না, আপনার সেই ভুল শুধরানোর দায়িত্ব-জ্ঞান থেকেই আমার এই লেখার প্রয়াস।

২৫ এপ্রিল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আয়োজিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে মিছিলের কর্মসূচীতে কি ঘটেছিল সেই সূত্র ধরে লেখক যে দীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করেছেন তার উপর আলোচনার সুবিধার্থে উল্লেখিত ১২ দফার একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক হবে। জনাব আব্দুল আওয়াল সাহেবের ভাষায় - "যে সব দাবী-দাওয়াতে এই মিছিল আয়োজন করা হয়েছিলো যেমন ছাত্র বেতন হ্রাস, শিক্ষা উপকরণের দাম কমানো, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ এবং কারাবন্দী ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের মুক্তি-এ সবই ছিল অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য। এসব দাবী শুধু তাদেরই নয়, ছাত্রদের অভিভাবক এবং পিতামাতা হিসাবে সমগ্র দেশবাসীরই এতে কোন দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই। ছাত্রদের দাবী-দাওয়া এমনই হওয়ার কথা।" আওয়াল সাহেবকে ধন্যবাদ যে, ওনি আমাদের মিছিলের দাবীর বিষয়গুলোকে অনুধাবন করতে পেরেছেন। বর্তমান সময়ে ছাত্র রাজনীতির স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বলা হচ্ছে, বড় বড় ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্রসমাজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কথা না বলে ক্রমান্বয়ে জাতীয় রাজনৈতিক দলনির্ভর হয়ে পড়েছে। এমনি একটি সময়ে ছাত্রদলই প্রথম ছাত্রসংগঠন যারা absolutely ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা নিয়ে মাঠে নেমেছে। বিষয়টি সুধী জনের প্রশংসার দাবী রাখে। নৈতিকতার মানদন্ডের বিচারে ছাত্রদল শতভাগ স্বচ্ছ- এ কথা বলছিনে। কারণ, আমরা তো এই টোটাল ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থারই একটি অংশমাত্র। তবে, আওয়াল সাহেব আমাদের এই positive কর্মসূচীর আসল লক্ষ্য উদ্‌ঘাটন করার নামে ঘুরপ্যাঁচ মেরে নকল পথে এমন negative approach আবিষ্কার করলেন যে, তাতে নতুন করে সেই পুরানো প্রবাদটি মনে পড়ে যার- "যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

> *ছাত্রদলই প্রথম ছাত্রসংগঠন যারা **absolutely** ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা নিয়ে মাঠে নেমেছে। বিষয়টি সুধী জনের প্রশংসার দাবী রাখে। নৈতিকতার মানদন্ডের বিচারে ছাত্রদল শতভাগ স্বচ্ছ- এ কথা বলছিনে। কারণ, আমরা তো এই টোটাল ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থারই একটি অংশমাত্র। তবে, আওয়াল সাহেব আমাদের এই **positive** কর্মসূচীর আসল লক্ষ্য উদ্‌ঘাটন করার নামে ঘুরপ্যাঁচ মেরে নকল পথে এমন **negative approach** আবিষ্কার করলেন যে, তাতে নতুন করে সেই পুরানো প্রবাদটি মনে পড়ে যার- "যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।*

জনাব আওয়াল সাহেব লিখেছেন যে, ছাত্রদলের ২৫ এপ্রিলের বিক্ষোভ মিছিলটি পল্টন ময়দান থেকে শুরু হয়ে বাংলা মটর গিয়ে পুলিশের বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী নাকি বাংলামটরে তার দু'জন একান্ত সচিবকে পাঠিয়েছিলেন বিক্ষোভরত ছাত্র সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দলকে তার দফতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মিয়া সাহেবের মতে, ছাত্রদল প্রধানমন্ত্রীর দফতরে যাবে, দাবী- দাওয়াগুলো স্মারকলিপি আকারে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করবে, এটাই রেওয়াজ। ছাত্রদল নাকি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে রাজী হয়নি এবং একান্ত সচিবদ্বয় প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে যাওয়ার পর ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করে। সাথে সাথে নাকি প্রচন্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হতে থাকে। শুরু হয়ে যায় এক মহাতান্ডব। নিউ ইস্কাটন এলাকায় গাড়ী, বাস, বেবী ট্যাক্সী ভাঙচুর হতে থাকে। যাদের গাড়ী ভাঙচুর হয়েছিলো মহল্লার বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্বে তারা মিছিল করে এবং তাদের হাতে ছাত্রদল কর্মীরা প্রহৃত হয়। উপসংহার টেনেছেন এই ভাবে- "মনে হতে থাকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কোন ১২ দফা/১৪ দফা দেয়ার জন্য এরা আসেনি। সেদিন তারা গিয়েছিল শক্তি প্রদর্শনের জন্য। এসবই ছিল পূর্বপরিকল্পিত এবং মূলত এদের লক্ষ্য ছিল একটি অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করা" এবং সেই সাথে জাতীয় রাজনীতির কিছু ঘটনা প্রবাহের ব্যাখ্যা টেনে ছাত্রদলকে ভালমতো নছিহত করে বলেছেন যে, আন্দোলন-সংগ্রাম করে লাভ নেই। নির্দিষ্ট সময়ের আগে আওয়ামী সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটানো যাবে না।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বার বার বলেছে, আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচী, কাউকে ক্ষমতা থেকে হটানো কিংবা ক্ষমতায় বসানোর জন্য নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, আওয়াল সাহেব ছাত্রদলের বিক্ষোভ কর্মসূচীর প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারেন নাই কিংবা অনুধাবন করতে চান নাই। ছাত্রদলের পূর্বঘোষিত এই কর্মসূচীতে কোথাও স্মারকলিপি প্রদানের কথা ছিল না। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী আদৌ তার কোন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন কিনা জানি না। কারণ, আমাদেরকে সেরকম কোন proposal সেদিন দেয়া হয়নি। তবে পরের দিন পত্রিকায় এমন একটি নাটকের খবর অবশ্য ছাপা হয়েছে। যাই হোক, প্রধানমন্ত্রীর দফতরে গিয়ে সাদা কাগজে দাবী-দাওয়ার ফর্দ লিখে [illegible] মিলিত হওয়ার রেওয়াজের উপর আমাদের বিশ্বাস হারিয়েছে বলেই স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচীর বদলে দাবী আদায়ের বিক্ষোভ কর্মসূচী দিতে ছাত্রদল বাধ্য হয়েছে। কারণ, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল- ছাত্রসমাজের দাবী-দাওয়া নিয়ে রাজপথে বিক্ষোভ করে দাবীগুলোর প্রতি ছাত্র-জনগোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা, যাতে করে জনমতের চাপে সরকার ছাত্রসমাজের এই যুক্তিযুক্ত দাবীগুলোকে পূরণ করতে বাধ্য হয়। আন্দোলন, সংগ্রাম, বিক্ষোভ, মিছিল, মিটিং করে যেখানে যুক্তিগ্রাহ্য দাবী পূরণের কিঞ্চিতমাত্র আশ্বাস পাওয়া যায় না, সেখানে চায়ের টেবিলে ফর্দ লিখে দিলেই দফা-রফা হবে- মিএর সাহেবের এমন ভাবনার দিন মনে হয় এখন এদেশে নেই। নৈরাশ্যবাদী ও অপ্রিয় মন্তব্য হলেও কথাটি সত্যি বটে। এমনই যদি হবে, পত্রিকার পাতায় কর্মসূচী দেখেই সরকার বাহাদুর যুক্তিযুক্ত দাবীগুলো মেনে নেয়ার আগাম ঘোষণা দিতে পারতেন। তাহলে আর কোন বিক্ষোভ- মিছিলের হয়তো প্রয়োজন হতো না। প্রশ্ন হতে পারে, আমাদের বিশ্বাসের এতো কমতি হলো কি করে। নেগেটিভ এ্যাপ্রোচে একথাও তো বলা যায়- ছাত্রদল সেই প্রধানমন্ত্রীর উপর বিশ্বাস রাখে কেমন করে, যেই প্রধানমন্ত্রীর সরকার ও তার দল তিন বছরে আমাদের ২০০ নেতা-কর্মীর প্রাণসংহার করেছে, সারাদেশে এখনো আমাদের ১২০০ নেতা-কর্মীকে জেলবন্দী রেখেছে, ১০ হাজার নেতা-কর্মীর নামে মামলা ঠুকেছে, সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে একসাথে জেলে পুরে রাখার জঘন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে (যা এর আগে এদেশে আর কখনো হয়নি), কোতওয়ালী থানা ছাত্রদলের সভাপতি ইসহাক সরকারের নামে ১০৩টি মামলা দেয়া হয়েছে (সম্ভবতঃ কোন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে মামলার এটাই বিশ্বরেকর্ড), এডুকেশনাল ক্যাম্পাসগুলো থেকে জোর করে ছাত্রদলকে বিতাড়িত করে হল-হোস্টেলগুলো দখল করে রেখেছে। এছাড়া নিত্যনৈমিত্তিক মিছিল-মিটিং-এ পুলিশের অবর্ণনীয় নির্যাতন এবং মিছিল কোন্ পথ এগুতে হবে তার আগাম পুলিশী দিকনির্দেশনার যন্ত্রণা তো আছেই। এরপরও যদি আওয়াল সাহেব তার "শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে দাবী বাস্তবায়নের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও প্রধানমন্ত্রীর তাবকতার প্রেসক্রিপশনটি শতভাগ সঠিক ধরে নেন, তাহলে ছাত্রদলের উপর অনর্থক অবিচার করা হবে। রহিমুদ্দিন করিমুদ্দিনের গালে কষে দু'ঘা চড় মেরে বলল, কাল সকালে এসে দু'কাপ চা খেয়ে যাস্। আমাদেরও অবস্থা হয়েছে তাই। ছাত্রদলকে নিশ্চিহ্ন করার সকল আয়োজনের ফলপ্রসূ প্রয়োগ শেষে প্রধানমন্ত্রী যদি চায়ের নিমন্ত্রণের জন্য সত্যিই তার একান্ত সচিবদের পাঠিয়ে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে- তাচ্ছিল্যের আর কোন কিছুই বাকী রইলো না। যদি ধরে নেই প্রধানমন্ত্রী সত্যি-সদিচ্ছা নিয়ে আমাদেরকে ডেকেছিলো - তাহলে বিনয়ের সাথে প্রধানমন্ত্রীকে রবি ঠাকুরের কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেই-

'দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটাকে রুখি
সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?'

চুরি করে নেদ্দুস আলী, নাম হয় কুদ্দুস আলীর। ২৫ এপ্রিল বিক্ষোভ মিছিল শেষে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করে আমরা পায়ে হেঁটে মগবাজারের রাস্তা ধরে ফিরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আশেপাশের ভবনের ছাদ থেকে বৃষ্টির মতো বোমা নিক্ষেপ শুরু হলো। ছাত্রদলের কর্মীরা প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করল। আমি শ'খানের কর্মীসহ আশ্রয় নিয়েছিলাম বাংলামটর পেট্রোল পাম্পের গলিতে। পাঁচ মিনিটের মাথায় শুরু হলো পুলিশ এবং লাঠিসোঁটা হাতে জনাপঁচিশেক আওয়ামী কর্মীর যৌথ নির্যাতন অভিযান। খুঁজে খুঁজে ছাত্রদলের কর্মীদের ধরে নিয়ে রাস্তায় ফেলে অবর্ণনীয় নির্যাতন করে যুবলীগের সন্ত্রাসীরা নিজ হাতে পুলিশের গাড়ীতে তুলে দিল। ভাগ্য ভালো, বিশ্ববিদ্যালয়ের একসময়ের সহপাঠির মেসে উঠে প্রাণে বেঁচেছিলাম। ২৫ তারিখের ঘটনায় গ্রেফতারকৃত ১৯ জন ছাত্রদল কর্মী এখনো জেলে আছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে ২০ জনের বেশী। যার মধ্যে সবুজবাগের সাহেব আলীর জীবন এখনো শঙ্কামুক্ত নয়। সরকারকে ধন্যবাদ যে, এই পরিকল্পিত তান্ডবলীলার নায়ক ইস্কাটন এলাকার যুবলীগের তথাকথিত গডফাদারকে ঐ রাতেই গ্রেফতার করে জেলে ঢুকিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আওয়াল সাহেবের, ওসি রফিক আহত হয়েছেন তা ওনার মমত্ববোধ কেড়ে নিল কিন্তু ছাত্রদলের কর্মীদের দুর্ভোগের চিত্র ওনার নজরে এল না। মিএর সাহেব উদোরপিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর এহেন পণ কেন করলেন তা দুর্জ্ঞেয় মনে হলো। উপরন্তু, আওয়াল সাহেব বলেছেন, যাদের গাড়ী ভাঙচুর হয়েছিল তারা নাকি "মহল্লার বিরুদ্ধবাদীদের" নেতৃত্বে মিছিল করে ছাত্রদলের কর্মীদেরকে প্রহৃত করেছে। এদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচীতে উত্তাপ সৃষ্টি হলে প্রায়শই গাড়ী ভাঙচুর হয়। কিন্তু গাড়ীর মালিকরা প্রাণভয়ে গাড়ী নিয়ে ছোটাছুটি না করে ভাঙচুরের প্রতিবাদে রাস্তায় গাড়ী ফেলে সকলে একজোট হয়ে রাজপথে মিছিল করেছে- এমন কথা আওয়াল সাহেব বলতে পারেন, কিন্তু পাগলেও বোধ হয় বিশ্বাস করবে না। এমন হলে ভাল হত, কিন্তু তেমন পরিবেশ মনে হয় এখনো এদেশে সৃষ্টি হয়নি। আওয়াল সাহেবের ভাষায় সেই মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছেন "মহল্লার বিরুদ্ধবাদীরা" যাদের মাথাকে যুবলীগের নেতা হওয়া সত্ত্বেও ঐ রাতেই ওই ঘটনার জের হিসাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। কেন এমন ঘটনা ঘটানো হল জানিনে। তবে ছাত্রদল শুধুমাত্র ছাত্রস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে এমন শান্তিপূর্ণ বিশাল কর্মসূচী পালন করার মধ্যদিয়ে যাতে দেশের মানুষের কাছে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে না পারে হয়তো সেজন্যই এমন হীন চক্রান্ত করে সার্বিক বিষয়কে ভন্ডুল করে দেয়ার চেষ্টা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের কথা সেখানে নয়। আওয়াল সাহেব তার লম্বা প্রবন্ধে বহু বড় বড় নীতিকথা শুনালেনঃ দেশের মানুষ নাকি ছাত্র রাজনীতিকে প্রচন্ড ভয় করে, ছাত্রদের সংগ্রামী চেতনা বিপদগামী হচ্ছে, তাদের নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়েছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু আওয়াল সাহেব বলবেন কি- আপনি কাকে ভয় পেয়ে, কোন পথগামী হয়ে, কোন নৈতিক মূল্যবোধে আসল ঘটনাকে আড়াল করে পুলিশী প্রেসনোট স্টাইলে এমন একটি প্রবন্ধ লিখতে গেলেন। বলবেন কি- আপনার আসল লক্ষ্য কি ছিল? ❑